ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ (১৯৩৮-)

পঁচিশে বৈশাখ

আলোক দর্পণ থেকে মুছে গেছে প্রতিবিম্বগুলি
হৃদয়বিহীন এই আম্রকুঞ্জে মরে যায় সুর।

নিরবয়ব ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে গিটারের দিন
কৃষ্ণগহ্বরের দিকে।

আমাদের শব্দ অর্থ পরেছে গাধার টুপি, আর
অনুষঙ্গহীন পরিধান।

রুদ্ধশ্বাস বিজ্ঞাপন মায়া ছড়িয়ে পড়েছে আজ রঙিন গানের
ভুবন বিস্তৃত হাটে।

মুণ্ডহীন কবন্ধেরামঞ্চ সিংহাসন জুড়ে বসে থাকে
প্রলাপের মালায় জড়িয়ে।

আমাদের দিনগুলি মুখচ্ছেদে ঢেকে এভাবেই
হাওয়ায় মিলিয়ে যায় বৃষ্টিহীন বৈশাখের সন্ন্যাসী বিকেলে।

ইতিহাস

অমলতাস গাছের ছায়ায় ঠিকাদারবাবু বসে আছেন।
ওই দ্রাবিড় রমণীর চুলে লেগে আছে হরপ্পার মেঘ
বুকে স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ।
এখানে আরেক সভ্যতার ইঁট বইছে উঁচু তলায়।
কাজের শেষে টিপছাপ দিতে আসলে হাত ধরে
পদ্ধতিটা বুঝিয়ে দেন বাবু।

এখানে ছিল বাবুর বাগানবাড়ি।
বাবুর রাঁড়ের তখন খুব রমরমা।
রাঁড়ের শরীরটা ছিল বাঁধাকপির মতো টাইট।
গলায় কোকিলের সুর।
সন্ধেবেলায় এখানে ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় জমত মাইফেল।
বাবু ফিটিনে চড়ে আসতেন। সঙ্গে মোসায়েব আর
শ্যামপিন বেরান্ডি, আর বেলফুলের মালা।
রাঁড়ের কানে পরিয়ে দিতেন হিরের দুল।
এখন সে বাবুও নেই, সেই বাড়িটাও ভেঙে ফেলা হচ্ছে।
হয়তো এই নারী মহেঞ্জোদারোর রাজবাড়ির নর্তকী ছিল।
হয়তো বন্যার পর বিসুচিকায় হয়েছিল এর মৃত্যু।
খুব সুখের ছিল সেই জন্ম। রাজা নিজের হাতে পরিয়ে দিতেন
সোনার হার। ফুলের মতো সাজানো সুখাদ্যের থালা
সরিয়ে রাখত। বলত—'এ সব কি মানুষে খায়!'

দ্রাবিড় রমণী জানে মাংস এখন খুবই সস্তা।
এখানে পেচ্ছাপ গন্ধে সন্ধ্যা নামে।
নর্মদার থেকে উঠে আসে কৃমিকীট অন্নের থালায়।
হা ক্লান্ত শরীরে ঠিকাদারবাবুকে সুখ দিতে হয়।
না হলে এটুকুও জুটবে না এই রমণীর।

শিক্ষা বিস্তার

বাবা আমাকে ছোটোবেলায় রং চিনিয়ে দিতেন
—এইটে হচ্ছে আতপ চালের রং।
বলতেন; এই গরমে হাঁড়ির চালও সেদ্ধ হবে।
একদিন সন্ধেবেলায় কী একটা গন্ধ পেয়ে বললেন
—আরে, ঠিক যেন গরম ভাতের ঘ্রাণ।
বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। চোখে না দেখেও
কত কিছু শিখতে পেরেছি।
বাবা বলতেন; খাবার সময় ভাববি
তুই বাবুর বাড়ির চাকর।
বাবুর এঁটো খেতে দিয়েছে তোকে।
আরে, ভাবাটাই আসল।
কী খেলি, সেটা বড়ো কথা নয়।

এখন বাবা নেই। চিতেয় তুলে দিয়ে এসেছি।
এখন যা কিছু বন্ধুদের কাছেই শিখি।
ওরা বলে, তোর বাপ শালা সেকেলে গোমুখ্য।
তার কথা ধরে বসে থাকিস না।
খিদে পেলে সোজা ওই দাদার কাছে গিয়ে বলবি—
বলে দাও কোথায় পোস্টার ছিঁড়তে হবে।
কোথায় মিটিঙে বোমা মারতে হবে;
একবার মুখের কথাটি খসাও দাদা।
আমি তোমার কেনা অ্যালসেশিয়ান।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল
এখন কি খাওয়া পরার অভাব আছে রে।

এখনো শালা বাপের মতো হাঁদারাম হয়ে রইলি।